# পাঁচ মিনিটের পড়া

## সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

রবিবার, এপ্রিল ৭, ২০২৩

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

# মানবধিকার

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُون

তোমার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।

*সুরা হুদ ( আয়াত ১১৭)*

আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেদের মধ্যে লেনদেন ন্যায়বিচারে ভিত্তিতে পরিচালিত করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না যদিও তারা তাঁর সাথে শিরিক করে। যখন তারা পরস্পর বড় আকারে অন্যায় করতে শুরু করে তখনই তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। [জামাখশারী, শাওকানী]

আল্লাহ্‌র শাস্তি কেবলমাত্র শিরক বা কুফর বিশ্বাসের কারণে কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না, তবে যদি তারা তাদের পারস্পরিক লেনদেনে ক্রমাগত খারাপ কাজ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে আঘাত করে এবং অত্যাচারী আচরণ করে তবেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।

মানুষের অধিকার সুরক্ষা একটি কঠিন দায়িত্ব এবং সর্বদা কঠোরভাবে পালন করা উচিত - মানুষ দুর্বল এবং সুরক্ষার প্রয়োজন। [রাজী, আসাদ]

নিজের বান্দাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই। তারা যদি ভালো কাজ করে যেতে থাকে আল্লাহ অযথা তাদেরকে শাস্তি দেন না। আল্লাহর এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে হোলে এখানে তিনটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়া প্রয়োজন।

একঃ প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় ভালো কাজের দিকে আহ্বানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কারণ সৎবৃত্তিই আল্লাহর কাছে কাংখিত। আর মানুষের অসৎকাজ যদি আল্লাহ বরদাশত করে থাকেন তাহলে তা শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার এ সৎবৃত্তির

কারণেই করে থাকেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত করে থাকেন যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৎ প্রবণতার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোন মানব গোষ্ঠী যখন একেবারেই সৎলোক শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শুধু অসৎলোকই বর্তমান থাকে অথবা সৎলোক বর্তমান থাকলেও তাদের কথা কেউ শোনে না এবং সমগ্র জাতিই একসাথে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন আল্লাহর আযাব তাদের মাথার ওপর এমনভাবে ঘুরতে থাকে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারী, যার গর্ভকাল একেবারে টায় টায় পূর্ণ হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করে বসবে।

দুইঃ যে জাতি নিজের মধ্যে সবকিছু বরদাশত করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র এমন গুটিকয়েক হাতে গোনা লোককে বরদাশত করতে পারে না যারা তাকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজ করার দাওয়াত দেয়, সে জাতির ব্যাপারে একথা জেনে নাও যে, তার দুর্দিন কাছে এসে গেছে। কারণ এখন সে নিজেই নিজের প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। যেসব জিনিস তার ধ্বংসের কারণ সেগুলো তার অতি প্রিয় এবং শুধুমাত্র একটি জিনিসই সে একদম বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় যা তার জীবনের ধারক ও বাহক।

তিনঃ একটি জাতির মধ্যে সৎকাজ করার আহবানে সাড়া দেবার মতো লোক কি পরিমাণ আছে তার ওপর নির্ভর করে তার আযাবে লিপ্ত হওয়ার ও না হওয়ার ব্যাপারটির শেষ ফায়সালা। যদি তার মধ্যে বিপর্যয় খতম করে কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লোকের সংখ্যা এমন পর্যায়ে থাকে যা এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর সাধারণ আযাব পাঠানো হয় না। বরং ঐ সৎলোকদেরকেই অবস্থার সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু লাগাতার প্রচেষ্টা ও সাধনা করার পরও যদি তার মধ্যে সংস্কার সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক না পাওয়া যায় এবং এ জাতি তার অঙ্গন থেকে কয়েকটা হীরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার পর নিজের কার্যধারা থেকে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, এখন তার কাছে শুধু কয়লা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাহলে এরপর আর বেশী সময় হাতে থাকে না। এরপর শুধুমাত্র কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় যে, যা কয়লাগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

**সূত্রঃ** "Ishraq Al-Maani " - Syed Iqbal Zaheer, Vol. 5 / "Towards Understanding the Quran" - Sayyid Abul Ala Maududi

# মৃত্যু-চিন্তা!

আমাদেরকে  মৃত্যুকে স্মরন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু এবং তার পরের জীবন নিয়ে চিন্তা করা, কবরের ভয় এবং একাকীত্বের কথা মনে করা, পরকালের পথে একজন ব্যক্তির জন্য যে বিপদগুলি অপেক্ষা করছে তা মনে রাখা এবং মৃত্যু যে কোনও সময়ে আসতে পারে এই বিবেচনায় জীবনযাপন করা।

এ কথা কখনও ভাবা উচিৎ নাঃ "যেভাবেই হোক আমি এখনও তরুণ। আমার বয়স বিশ বছর, আমার মৃত্যুর সম্ভবত আরও প্রায় ষাট বছর বাকি আছে। অনেকেতো  তাদের আশির দশক দেখার জন্য বেঁচে থাকে।"

কিন্তু মৃত্যু আশ্চর্যজনক ভাবে যেকোনো সময় দর্শনার্থী হিসাবে উপস্থিত হতে পারে। তাই সেই অনুযায়ী সকলকে প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন একজন আরব কবি বলেছেন, "মৃত্যু হঠাৎ আসে; আর কবর হল কাজের বক্ষ:স্থল।" সুতরাং, একজন ব্যক্তি এ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছে তাই হবে তার সাথে নিয়ে যাওয়া রসদ।

পরকালের স্বার্থে এ ধরনের চিন্তা ও ভাবাবেগ অত্যন্ত জরুরি, কারণ যদি কোনো ব্যক্তি পার্থিব জীবনে নিরাপদ সড়কে না হাঁটেন, তাহলে পরকালেও তার সড়ক নিরাপদ হবে না। এইভাবে, সেই ব্যক্তিকে পরকালে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক রাস্তা ভ্রমণ করতে হবে। যেহেতু মৃত্যু-চিন্তা একজন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে ক্রমাগত সচেতন হতে সাহায্য করে এবং তাকে কবরের বাইরে কী হবে তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা  করা দরকার।

জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মহানবী বিশ্বাসীদের কবর পরিদর্শন করতে নিষেধ করেছিলেন, সম্ভবত জাহেলিয়াতের যুগ থেকে রয়ে যাওয়া কবর সংক্রান্ত অনুপযুক্ত অনুশীলনের কারণে। যাইহোক, কিছু সময় পরে, যখন এই ভুল বোঝাবুঝি রহিত হয়ে যায়, তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কবর জিয়ারত কর, কারণ এটি তোমাকে পরকালের কথা মনে করিয়ে দেয়।" [মুসলিম]

Compiled From: "The two dynamics that keep religious life alive" - Fethullah Gulen

# বিষণ্নতা এড়িয়ে চলুন !

- গতকাল আপনি যখন দুঃখ পেয়েছিলেন, তখন আপনি বিষণ্ন হয়ে আপনার পরিস্থিতির কি কোন উন্নতি করতে পেরেছিলেন?
- আপনার ছেলে স্কুলে ফেল করেছে এবং আপনি বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন, তবুও কি আপনার পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পেরেছেন?
- আপনার বাবা মারা গেলেন, আর আপনি হতাশ হয়ে গেলেন, তবুও কি তাকে ফিরে পেয়েছেন?
- আপনি আপনার ব্যবসা হারিয়েছেন, এবং আপনি স্বাভাবিকভাবে দুঃখিত হবেন। কিন্তু এতে কি আপনার লোকসান লাভে রূপান্তরিত হয়ে আপনার অবস্থার পরিবর্তন করেছে?

**বিষণ্নতা এড়িয়ে চলুন:** আপনি একটি বিপর্যয়ের কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং এটি করে অতিরিক্ত আরও একটি বিপর্যয় তৈরি করলেন। আপনি হতাশ হয়ে ভাবলেন আপনি গরীব হয়ে গেছেন এবং এটি আপনার পরিস্থিতির তিক্ততাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আপনি বিষণ্ন হয়ে এমন এক মানসিক অবস্থায় প্রবেশ করলেন যে আপনি আপনার অজান্তেই আপনার শত্রুদেরকে আবার আক্রমন করতে

সাহায্য করলেন। আপনি বিষণ্ন কারণ আপনি আরও একটি নতুন বিপদ আশা করেছিলেন, কিন্তু তা এখনও ঘটেনি, আলহামদুলিল্লাহ্। তাই মন খারাপ করে কোন লাভ হবে কি?

**বিষণ্নতা এড়িয়ে চলুন:** কোন বিশাল প্রাসাদ আপনাকে বিষণ্নতার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি কোন সুন্দর স্ত্রী, প্রচুর সম্পদ, একটি উচ্চ পদ বা উজ্জ্বল সন্তানও পারবেনা আপনার বিষণ্নতা দূর করতে।

**বিষণ্নতা এড়িয়ে চলুন:** দুঃখের কারণে আপনি স্বচ্ছ পানির দিকে তাকালে সেখানেও বিষ দেখবেন; একটা সুন্দর গোলাপকে ক্যাকটাস মনে করবেন; একটি ছিমছাম বাগানের দিকে তাকালে  একটি অনুর্বর মরুভূমিই দেখতে পাবেন এবং তখন আল্লাহর এই বিশাল এবং প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করে মনে করবেন আপনি একটি অসহনীয় কারাগারে আছেন।

**বিষণ্নতা এড়িয়ে চলুন:** বেঁচে থাকার জন্য আপনার কাছে এক সত্য দ্বীন (চলার পথ) আছে। থাকার জন্য একটি ঘর, খাওয়ার জন্য রুটি ও পানীয় জল, পরার জন্য পোশাক, প্রশান্তির জন্য জীবন-সাথী আছে - তাহলে বিষণ্নতা কেন?

*সূত্রঃ "Don't Be Sad" - Aaidh ibn Abdullah al-Qarni*

*ভাবানুবাদ_ মাসুদ_ আলী*

## ই-বুলেটিন / রবিবার, এপ্রিল ৭, ২০২৩

**আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।**

**এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ**

**‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।**

### ‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

**‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।**
**আমাদের সাথে থাকুন!**
**ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।**

**'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ**

**https://conta.cc/3L8sV0k**

*Probash-e-Publication / Sundorjibon.net*
*সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী*